তারিখ 0 6 JAN 2016
পৃষ্ঠা

কালের কণ্ঠ

রৌমারী ও রাজীবপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

এক হাতে টাকা, অন্য হাতে বই

রৌমারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি ▷

কুড়িগ্রামের রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলার মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারের বিনা মূল্যের পাঠ্য বই বিতরণে প্রকাশ্যেই অর্থ আদায় করছেন শিক্ষকরা। শিক্ষার্থীপ্রতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সেশন ও ভর্তি ফির নামে ৫০০-৬০০ আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবহন খরচের নামে ১০০-২০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিযোগ, এ বিষয়ে অভিযোগ করা হলেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না স্থানীয় প্রশাসন।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, দাঁতভাঙ্গা স্কুল অ্যান্ড কলেজে এক হাতে ৬০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে আর অন্য হাতে বিনা মুল্যের পাঠ্য বই দেওয়া হচ্ছে। যারা টাকা দিচ্ছে না তাদের বইও দেওয়া হচ্ছে না। টাকার অভাবে বই না নিয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে অনেক শিক্ষার্থীকে। নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী বলে, 'আমি বইয়ের জন্য স্যারের কাছে দুই দিন গেছি। কিন্তুক ৬০০ টাকা ছাড়া আমাকে বই দেয়নি।' আরেক ছাত্র বলে, 'স্যাররা এক হাতে বই দেয় অন্য হাতে ট্যাহা নেয়। ট্যাহার জন্য আমাকেও বই দেয়নি।' নবম ও সপ্তম শ্রেণির আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বললে তারা জানায়, তাদেরসহ অনেককে পাঠ্য বই দেওয়া হয়নি। বিনা মূল্যের পাঠ্য বই বিতরণের সময় ৬০০ টাকা আদায়ের কথা অকপটে স্বীকার করেন অধ্যক্ষ বদিউজ্জামান। তিনি বলেন, 'ওই টাকা সেশন ফি আর ভর্তির ফরমের টাকা। পাঠ্য বইয়ের জন্য আমরা কোনো টাকা নেই না।' ওই ফি পরেও তো নিতে পারবেন—এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'মেলা দেখছি, বই নেয়ার পর আর ওই টাকা দিতে চায় না।'

পাঠ্য বই বিতরণকালে অর্থ আদায়ের ঘটনা ঘটছে রৌমারী উপজেলার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই। রৌমারী সিজি জামান উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ১৮০০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অবৈধভাবে প্রায় ১০ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু হোরায়রা অবশ্য বলেছেন, ওই টাকা শিক্ষার্থীদের সেশন ফি ও ভর্তি ফরমের জন্য। ওঠানো ওই টাকা কোন খাতে খরচ করা হবে—জানতে চাইলে আবু হোরায়রা বলেন, 'প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের কাজে ব্যয় ছাড়াও নানা খরচ আছে; তা মেটাতে হয়।'

তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয়টির এক সহকারী শিক্ষক বলেন, 'ওই টাকা বিভিন্ন ভুয়া বিল-ভাউচারে প্রধান শিক্ষক একা ভোগ করবেন। সাধারণ শিক্ষকরা এক কানাকড়িও পাবেন না।' একই চিত্র রাজীবপুর উপজেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও। এ উপজেলার ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় বই বিতরণকালে সেশন ও ভর্তি ফির নামে ছাত্রপ্রতি ৫০০-৬০০ করে নেওয়া হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দুই উপজেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩৮ ও প্রাথমিক পর্যায়ে ১৮৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রায় সবগুলো প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য বই বিতরণের সময় বিভিন্ন অঙ্কের অর্থ আদায় করা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীপ্রতি নেওয়া হচ্ছে ১০০ থেকে ২০০ টাকা করে। এ টাকা আদায় করা হচ্ছে পাঠ্য বই পরিবহন খরচ হিসেবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে পাঠ্য বই প্রতিষ্ঠানে আনতে যে পরিবহন খরচ হয় তা আদায় করা হয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। অভিভাবকদের অভিযোগ, বই বিতরণে অবৈধ অর্থ আদায় করলেও স্থানীয় প্রশাসন রয়েছে নীরব। কেউ লিখিত অভিযোগ করলেও কর্তাব্যক্তিরা কার্যত কোনো উদ্যোগ নেন না। এমনও অভিযাগ পাওয়া গেছে, ওই কর্তাব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে 'সুবিধার অঙ্কটা' বাড়িয়ে নেন। তা ছাড়া সাধারণত শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো অভিযোগ করতে চায় না।

রৌমারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রেজাউল কবীর বলেন, 'সরকারের বিনা মূল্যের পাঠ্য বই বিতরণের সময় কোনো টাকা ওঠাতে পারবেন না শিক্ষকরা। যে স্কুলে টাকা আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যাবে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' অনেক শিক্ষার্থী টাকা দিতে না পারায় তাদের বই দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া অর্থ আদায় করা হচ্ছে প্রকাশ্যেই। এ বিষয়ে শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, 'আমার কাছে কোনো লিখিত অভিযোগ আসেনি।' একই ধরনের বক্তব্য দেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম। তিনি জানান, বই সরবরাহের সময় শিক্ষকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, কেউ কোনো ফির নামে টাকা নিতে পারবে না।

রৌমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শংকর কুমার বিশ্বাস বলেন, 'বই বিতরণে অর্থ আদায়ের বিষয়টি আমি শুনেছি। কিন্তু কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি।'